চাঁদপুরে বৃষ্টিতে বিপাকে দিনমজুর, কমছে আয়; বাড়ছে শীতের আমেজ

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 21 November 2026, 01:58 AM | বিভাগ: সারাদেশ



প্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’-এর প্রভাবে টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে চাঁদপুরের জনজীবন। শুক্রবার সকাল থেকে দিনভর থেমে থেমে বৃষ্টির কারণে ব্যাহত হয়েছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে শুরু করেছে শীতের অনুভূতিও। সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন নিম্নআয়ের মানুষ, দিনমজুর, রিকশা-অটোরিকশাচালক ও ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীরা। অনেকেরই দৈনিক আয় নেমে এসেছে অর্ধেকে।

আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় চাঁদপুরে ৬০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

শুক্রবার (২০ নভেম্বর) সকাল থেকেই চাঁদপুর শহর ও আশপাশের এলাকায় কখনো গুঁড়িগুঁড়ি, আবার কখনো মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হয়েছে। ছুটির দিন হওয়ায় প্রয়োজন ছাড়া অনেকেই ঘর থেকে বের হননি

জরুরি প্রয়োজনে যারা বাইরে বেরে হয়েছেন, তাদের অধিকাংশকেই ছাতা নিয়ে চলাচল করতে দেখা গেছে। বিকেলের দিকে শহরের বিভিন্ন সড়কে মানুষের উপস্থিতি কিছুটা বাড়লেও বৃষ্টির প্রভাব ছিল স্পষ্ট।

বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন দৈনিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল শ্রমজীবী মানুষ। সড়কে মানুষের চলাচল কমে যাওয়ায় যাত্রী সংকটে পড়েছেন রিকশা ও অটোরিকশাচালকরা। অন্যদিকে ক্রেতার অভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছেন ফুটপাতের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতারা।

শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় যাত্রীর অপেক্ষায় থাকা সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক আনোয়ার হোসেন গাজী জানান, প্রতিদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অন্তত এক থেকে দেড় হাজার টাকা ভাড়া পান তিনি। কিন্তু শুক্রবার বৃষ্টির কারণে আয় হয়েছে ৮০০ টাকারও কম। এতে সংসারের খরচ চালানো নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তিনি।

মিশন রোড এলাকার রিকশাচালক সোলাইমান বলেন, বৃষ্টির কারণে সড়কে মানুষের চলাচল অনেক কমে গেছে। যাত্রীও পাওয়া যাচ্ছে না তেমন। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রিকশা চালিয়ে মাত্র ২০০ টাকা আয় করতে পেরেছেন তিনি।

একই এলাকার সবজি বিক্রেতা জাহাঙ্গীরের অবস্থাও একই। বৃষ্টির মধ্যে পলিথিন টানিয়ে সকাল থেকে দোকান নিয়ে বসে থাকলেও বিক্রি হয়েছে খুবই কম। তিনি বলেন, সবজি বিক্রি করেই তার সংসার চলে। বৃষ্টি হলেও জীবিকার তাগিদে দোকান নিয়ে বসতে হয়েছে। কিন্তু ক্রেতা না থাকায় আশানুরূপ বিক্রি হচ্ছে না।

এদিকে শীতের আগমনী বার্তা নিয়ে গত এক সপ্তাহ ধরে শহরের নিউ ট্রাক রোড এলাকায় তিনটি দোকানে শুরু হয়েছিল শীতের পিঠা বিক্রি। তবে শুক্রবারের টানা বৃষ্টিতে কোনো দোকানই বসতে পারেনি। ভ্রাম্যমাণ হকারদের উপস্থিতিও ছিল হাতে গোনা। বেচাকেনা কমে যাওয়ায় অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে অলস সময় পার করতে হয়েছে। অন্যদিকে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এক কলা বিক্রেতাকে ‘কলার দাম অর্ধেক, নিয়ে যান’ বলে হাঁকডাক করতে দেখা যায়।

আবহাওয়ার এমন পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন বাড়ছে শীতের অনুভূতি, অন্যদিকে বৃষ্টির কারণে কর্মহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় রয়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ। বিশেষ করে দিন এনে দিন খাওয়া পরিবারগুলোর জন্য টানা বৃষ্টি হয়ে উঠছে বাড়তি দুর্ভোগের কারণ।

চাঁদপুর আবহাওয়া কর্মকর্তা শাহ মো. শোয়েব জানান, প্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’-এর প্রভাবে উপকূলীয় জেলা চাঁদপুরে গত ২৪ ঘণ্টায়, শুক্রবার বিকেল ৩টা পর্যন্ত ৬০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। শনিবারও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

© 2026 আপনার নডিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।